দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 APR 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

পরীক্ষা নকলমুক্ত হতে হবে

ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৩ সালের এসএসসি পরীক্ষা আগামী সোমবার ১৯ এপ্রিল শুরু হচ্ছে। কয়েক লাখ ছাত্র–ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। জাতীয় জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই পাবলিক এগজামিনেশন। এর উপর পরীক্ষার্থীদের ও দেশের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভরশীল। এ জন্যই সরকার ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ শান্তি–শৃংখলার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন, লক্ষ্য অর্জনে চেয়েছেন ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা, স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আইন–শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা, অভিভাবক মহল এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের সর্বাত্মক সহযোগিতা। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে এবং সবাইকে জানানো হয়েছে এই লক্ষ্যে অবলম্বিত বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা। আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা শান্তি–শৃংখলার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানে জনগণের নির্বাচিত বর্তমান সরকার যে আগ্রহী ও কৃত–সংকল্প এসব পদক্ষেপই তার প্রশ্নাতীত প্রমাণ।

কেবল দেশেরই নয়, ছাত্র–ছাত্রীদের ও জীবনে এস–এসসি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই পরীক্ষায় পাস করলে একদিকে যেমন ন্যূনতম শিক্ষার একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্থাৎ সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি উন্মুক্ত হয়ে যায় উচ্চ শিক্ষারও প্রবেশদ্বার। আশি–নব্বই বছর আগেও এই পরীক্ষা একটি বিশেষ ঘটনা ছিল সমাজে। তখন এর নাম ছিল এনট্রেন্স পরীক্ষা। কেউ এনট্রেন্স পাস করলে সাতগাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ত তার বাড়িতে, অবাক চোখে দেখত এই অসাধারণ মানুষটিকে, শত মুখে ধন্য ধন্য ধ্বনি তার নামে। এনট্রেন্স পরে মেট্রিক ও এসএসসি হয়েছে। এখন ঘরে ঘরে এসএসসি পাস ছেলে–মেয়ে। তবে গুরুত্ব কমেনি একটুও। কারণ, পরীক্ষা পাসের সার্টি–ফিকেট, ডিগ্রী–ডিপ্লোমার নামাবলী আজ চাকরির স্বর্গ–রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী চাবিকাঠি। এই সার্টিফিকেট করায়ত্ত করার জন্য আজকের সমাজে কত যে কাড়াকাড়ি, হুড়োহুড়ি এমনকি কান্নাকাটিও। শত রকমের ফন্দিফিকির এবং চেষ্টা–তদ্বির। জীবনের সাফল্যের এবং সামাজিক মর্যাদার প্রথম সোনারকাঠি এসএসসি সার্টিফিকেট। এ জন্যই এসএসসি পরীক্ষার এত গুরুত্ব। এই গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক এগজামিনেশন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে অনু–ষ্ঠিত হওয়া কেবল দরকারই নয়, একান্ত জরুরীও।

এসএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় গোলমাল–গোলযোগের প্রধান কারণ নকল। নকল পরীক্ষার সর্বনাশ সাধন করেছে, প্রহসনে পরিণত করেছে গুরুগম্ভীর পরীক্ষাকে। পরীক্ষার পবিত্রতা আজ আর নেই। 'মারি অরি, পারি যে কৌশলের মত পরীক্ষায় পাস করি যে কোন উপায়ে কথাটি এক শ্রেণীর ছাত্র–ছাত্রী, অভিভাবক–অভিভাবিকা এমনকি কোন কোন শিক্ষক–শিক্ষিকারও বীজমন্ত্রে পরিণত হয়ে উঠেছে। পরীক্ষায় দুর্নীতির ধরন–ধারণের অন্ত নেই। গণ–টোকাটুকি, বই অথবা টোকা দেখে লেখা, বাইরের প্রম্পট শুনে উত্তর দেয়া, খাতা বদল, পরীক্ষার্থী বদল, রোগীর বিছানায় বসে পরীক্ষা দেয়া, নকলের শত রকমের কায়দা–কানুন। অনেকে খাতার পেছন পেছন পরীক্ষকের বাসায়ও ছোটে। কোন কোন শিক্ষক বিশেষ করে প্রাইভেট টিউটর তাদের ছাত্রদের অবৈধভাবে সাহায্য করেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেন। কোন কোন উর্ধ্বতন প্রশাসন ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ছেলে–মেয়েকে স্ট্যান্ড করাবার জন্য জঘন্য দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। কোন কোন ছাত্র–ছাত্রী টাকা দিয়ে পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট ও মার্কশীট কিনেছে। রমরমা ব্যবসা চলেছে জাল সার্টিফিকেট ও মার্কশীটের।

নকল দেশের শিক্ষার অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। শিক্ষা মানের অবনতি ঘটিয়েছে, বিদেশে সুনাম নষ্ট করেছে দেশের। উন্নত দেশসমূহে আমাদের ডিগ্রী ডিপ্লোমার যথার্থ মূল্য ও স্বীকৃতি দেয়া হয় না। নকল অধ্যয়ন–অধ্যাপনারও প্রয়োজনীয়তা ঘুচিয়ে দিয়েছে। নকল করেই যখন পাস করতে হবে, তখন পাঠ শিক্ষা দেবার বা পাঠ শিক্ষার কষ্ট করার প্রয়োজন কি এভাবে ভাবতে শিখেছে অনেক ছাত্র–শিক্ষকই। নকলে বেশী ক্ষতি মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের। তাদের মেধার যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। পেতল–সোনার একই দাম হয়ে যায়। দুর্নীতির দৌলতে অনেক ছাত্র–ছাত্রী ভালভাবে পাস করতে, এমনকি মেধা তালিকায় স্থান করে নিতেও কামিয়াব হয়েছে। যখনই নকলের হিড়িক চলে, তখন পাসের হার খুব বেশী, প্রথম বিভাগ এমনকি স্টার মার্কেরও ছড়াছড়ি।

নকলের আরেকটি বড় ক্ষতি হল অপরাধ বৃদ্ধি। পরীক্ষায় নকল কেবল শিক্ষা মানের অবনতি এবং মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদেরই ক্ষতি ঘটায় না কেবল, অপরাধ প্রবণতা বাড়ায়, আইন–শৃংখলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। নকলকে কেন্দ্র করে কিছুসংখ্যক লোক এমনকি কিছু কিছু পরীক্ষার্থীও উচ্ছৃংখল ও মারমুখি হয়ে ওঠে। তারা উত্তেজনা সৃষ্টি করে, মারামারি বাধায় এবং ভাঙচুর চালায় পরীক্ষার হলে। পরীক্ষা–পরিদর্শক পরীক্ষা কেন্দ্রে অথবা বাইরে নিগৃহীত হন। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময়টা একটা উত্তপ্ত কাল। কখন কী ঘটে এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত থাকেন প্রশাসন ও আইন–শৃংখলা কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি সামলাবার জন্য পুলিশকে পরীক্ষার কটা দিন প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়। অতীতে অনেক স্থানে তাদের লাঠি চার্জ ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করতে হয়েছে। ঝুঁকি নিতে হয়েছে বৃহত্তর আইন–শৃংখলা পরিস্থিতি সৃষ্টির আশংকায়।

পরীক্ষায় দুর্নীতিতে কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রের একটি বড় ভূমিকা থাকে। অবাধ নকলের সুবিধার জন্য কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্র পরীক্ষার্থীদের কাছে সুপরিচিত। ছাত্র–ছাত্রীরা জেনে গেছে যে, ঐসব কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিতে পারলে পাস নির্ঘাত। এ কারণেই বাছাই পরীক্ষার আগে ঐসব কেন্দ্রের স্কুলে ছাত্র–ছাত্রীর ভর্তি বাড়ে। শহরের ছাত্র–ছাত্রীরা মফঃস্বল অথবা গ্রামাঞ্চলের ঐসব স্কুলে চলে যায় দলে দলে। মোটা টাকার বিনিময়ে তারা ওগুলিতে ভর্তি হয় অথবা কেন্দ্র বদল করে ওখানে যায়। অভিযোগ আছে যে, কোন কোন স্কুলে পাসের গ্যারান্টি দিয়ে চুক্তি করা হয় ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে। ওখানে পরীক্ষার্থীরা নাকি অবাধে নকল করতে পারে, উত্তর লিখতে প্রয়োজনীয় সাহায্য–সহযোগিতাও পায় শিক্ষকদের কাছ থেকে।

এসব অভিযোগ যে ভিত্তিহীন নয়, তার অনেক প্রমাণ আছে। প্রথমত, এসব কেন্দ্রের ফল ভাল, পাসের হার অস্বাভাবিকভাবে বেশী। কোন কোন স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা তাদের স্কুলেই তাদের সীট ফেলার জন্য পীড়াপীড়ি করে, আন্দোলন চালায়। কারণ একটাই—নকলের সুবিধা, পাসের গ্যারান্টি। পরীক্ষা কর্তৃপক্ষের তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ ধরনের পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাধে নকল চলে। নকল বন্ধের স্বার্থে বহু কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। এই বাতিলাদেশ প্রত্যাহারের জন্য কোন কোন স্থানে প্রচণ্ড আন্দোলন চলেছে। এমন কি আন্দোলনকারীরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে পুলিশের সঙ্গে। রাস্তা অবরোধ, শিক্ষা বোর্ডের অফিস ঘেরাও, রক্তপাত, শিক্ষক নিগ্রহ ইত্যাদি দুঃখজনক কাণ্ডও ঘটেছে। এক দল অর্থ শিকারী মানুষ পরীক্ষাকে মুনাফার পণ্য হিসাবে ব্যবহার করেছে।

আমাদের জাতির দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা দূর করার জন্য শিক্ষার দ্রুত প্রসার কেবল অপরিহার্যই নয়, একান্ত জরুরীও। তবে এই শিক্ষা হতে হবে সত্যিকার শিক্ষা, যুগোপযোগী শিক্ষা। শিক্ষায় কোন ফাঁকি থাকলে চলবে না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সত্যিকার শিক্ষাই সর্বাঙ্গীন উন্নতির মূলমন্ত্র। শিক্ষা মানুষকে সবদিক দিয়ে সচেতন করে তোলে, নিজের দেশ ও জাতিকে ভালবাসতে শেখায়, উদ্বুদ্ধ করে নিজের ও সমাজের উন্নয়ন ব্রতে। অনুন্নত ও দরিদ্র দেশের উন্নতি এবং ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতির অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সামাজিক বিপ্লব দরকার। এই বিপ্লবের বাঞ্ছিত সাফল্যের জন্য চাই জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি। অনুকূল পরিবেশ না থাকলে নতুন আদর্শ গ্রহণের জন্য সমাজ মানস যথাযথভাবে প্রস্তুত না হলে কোন বিপ্লব বা পরিবর্তন প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। শিক্ষার অবদান শুধু এটাই নয়। শিক্ষা জনসমস্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে, প্রত্যেক মানুষের দুটি হাত কর্মীর ও সমৃদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করে। শিক্ষিত মানুষ তার দেশ, জাতি, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গর্ব করে এবং এগুলির সংরক্ষণে সতত সচেষ্ট থাকে। আমাদের জনসাধারণের জন্য এ রকম শিক্ষার প্রয়োজন আজ খুব বেশী। কারণ, এই শিক্ষার যাদুশক্তিই আমাদের জাতির দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার অভিশাপ মোচন করতে পারে, উদ্বুদ্ধ করতে পারে সত্যিকার দেশপ্রেমে ও জাতীয়তাবোধে।

জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত উন্নতি, জনসাধারণের জীবন–যাত্রার মান বৃদ্ধি এবং দেশের সর্বাঙ্গীন বিকাশের স্বার্থে কালোপযোগী শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। তবে আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন শিক্ষার কলুষতা মোচন, নকলের নাগপাশ থেকে মুক্তি। নকলের অক্টোপাস বাঁধনে শিক্ষা ও প্রকৃত শিক্ষা–ব্রতীদের আজ নাভিশ্বাস দশা। এ অবস্থার অবসান যত তাড়াতাড়ি ঘটবে, দেশ ও দেশবাসীর ততই মঙ্গল। অতএব নকল রোধ করতে হবে, মূলোচ্ছেদ করতে হবে নকলের কারণগুলির। এর জন্য শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। পরীক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এমন ধরনের হতে হবে যাতে নকলের কোন সুযোগই থাকবে না।

আশার ব্যাপার, জনসাধারণের নির্বাচিত বর্তমান সরকার দেশের শিক্ষা সংস্কার এবং পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নে আন্তরিক ও বাস্তবভিত্তিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছেন পরীক্ষাকে নকলমুক্ত করার জন্য। এর কিছু কিছু সুফল পাওয়াও গেছে। নকলের প্রবণতা অনেকাংশে কমেছে। সংশ্লিষ্ট সবাই অন্তত এটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, নকল করে বা নকলে সহযোগিতা যুগিয়ে এখন আর সহজে পার পাওয়া যাবে না।

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, দুর্নীতিমুক্ত ও সুশৃংখলভাবে অনুষ্ঠানের জন্য সরকার যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ভিজিলেন্স টিমের তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। পরীক্ষা চলকালে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন অথবা বিশৃংখলা সৃষ্টি সম্পর্কিত এই টিমের রিপোর্টের ভিত্তিতে যে কোন কেন্দ্রের পরীক্ষা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বাতিল এমন কি পরীক্ষা কেন্দ্রও বাতিল করে দেয়া হবে। পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক, শিক্ষিকা, কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীর অবহেলা অথবা এদের কারও কারণে পরীক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি হলে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চাকরিচ্যুতি, সরকারী অনুদান বন্ধ এবং সরকারী স্বীকৃতি বাতিল হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রে আইন–শৃংখলা ভঙ্গকারীদের তাৎক্ষণিকভাবে বিচার করে কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা দুটোই দেয়া হবে। নকল করার অপরাধে দোষী ছাত্র–ছাত্রীকে চার বছর পর্যন্ত বহিষ্কার করা হতে পারে। পরীক্ষা কেন্দ্রের দুশো গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে। পরীক্ষা চলাকালে এই ধারা ভঙ্গকারী আইনত দণ্ডনীয় হবে। এসব কঠোর ব্যবস্থা ফলপ্রসূ এবং পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

জাতির উন্নতি এবং শিক্ষার কল্যাণের স্বার্থে নকলমুক্ত পরীক্ষা অপরিহার্য। আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য সরকার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তাতে স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আইন–শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা, শিক্ষক–শিক্ষিকা, ছাত্র–ছাত্রী, অভিভাবক–অভিভাবিকা এবং সর্বস্তরের জনসাধারণকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে হবে। এটা আমাদের সবার সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সবাইকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে।

— সমদর্শী